ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব বিষয়ে টিআইবির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯(১) ধারা অনুযায়ী ও তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন মজুরি ১২৫০০ টাকা নির্ধারণ করে নিম্নতম মজুরি হার খসড়া প্রস্তাব করেছে ১১ নভেম্বর, ২০২৩ গেজেট প্রকাশ করে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। যদিও এই প্রস্তাবিত মজুরিতে সম্মত না হয়ে পোশাকশ্রমিকরা আন্দোলনরত রয়েছেন। তাদের দাবি, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এই মজুরি তাদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ঠ নয়।

এমন বাস্তবতায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের নতুন প্রস্তাবিত নিম্নতম মজুরি হার বিশ্লেষণ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রকাশিত গেজেটের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী মজুরি হার থেকে বছরপ্রতি ৫ শতাংশ বৃদ্ধির বিধান বিবেচনায় ও মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃতপক্ষে মজুরি বোর্ডকর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রকৃত হার কতো তা দেখার চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফল বিস্তারিত দেখানো হলো:

চিত্র-১: বছরপ্রতি ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হিসাব করে প্রকৃত মূল মজুরি বৃদ্ধি হার

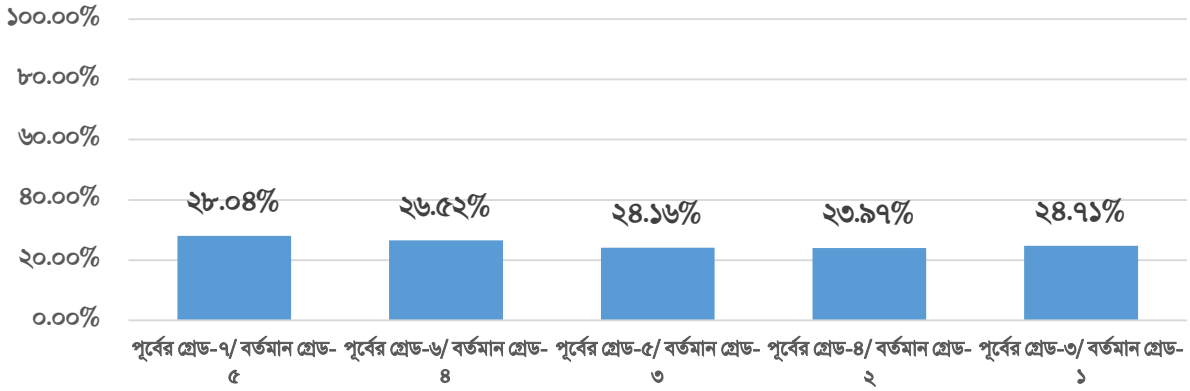

২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী প্রতি বছর ৫% হারে মূল মজুরি বৃদ্ধির করার নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিবছর মূল মজুরি ৫% হারে বাড়লে ২০২৩ সালে এসে পূর্বের গ্রেড-৭ ও প্রস্তাবিত গ্রেড-পাঁচ এর মূল মজুরি ন্যূনতম ৫২৩২.৭৫ টাকা হওয়ার কথা। এই গ্রেড ৬৩ শতাংশ মূল মজুরি বাড়ানো হয়েছে বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা বেড়েছে মাত্র ২৮.০৪ শতাংশ। একই হিসাবে, গ্রেড চারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল মজুরি দাঁড়ায় ৫৫৭২.২৫ টাকা, এক্ষেত্রে বেড়েছে মাত্র ২৬.৫২%। একইভাবে, গ্রেড তিন, দুই ও এক-এর ক্ষেত্রে মূল মজুরি প্রকৃত বৃদ্ধি পাবে ২৪.১৬%, ২৩.৯৭% এবং ২৪.৭১% (দেখুন চিত্র-১)।

চিত্র-২: বছরপ্রতি ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হিসাব করে প্রকৃত সর্বমোট মজুরি বৃদ্ধি

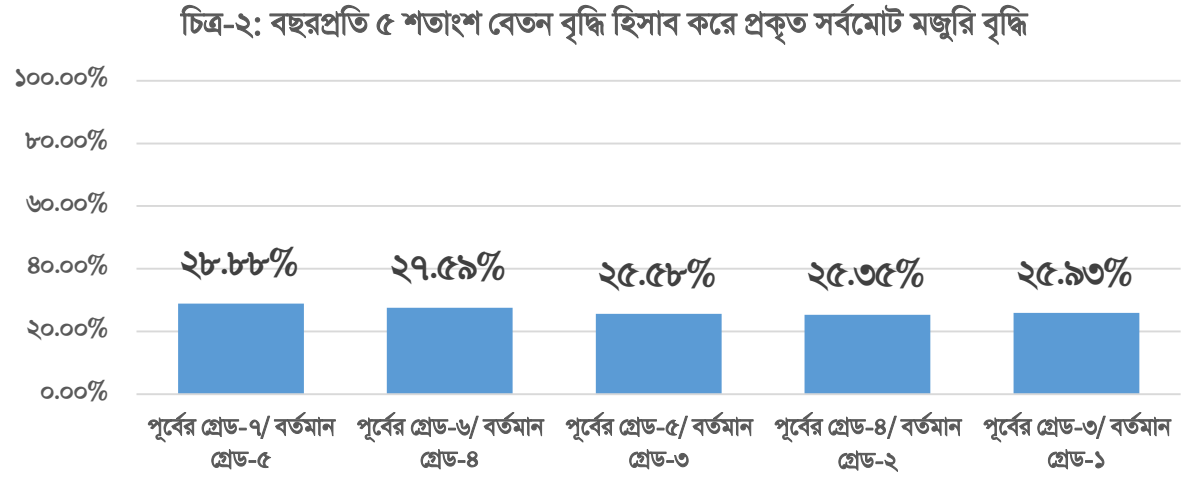

নতুন প্রস্তাবিত গ্রেডিংয়ে আগের গ্রেডিংয়ের এক ও দুই নম্বর গ্রেড দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে পূর্বের গ্রেড সাত নতুন প্রস্তাবিত গ্রেডে পরিবর্তিত হয়েছে গ্রেড পাঁচে। এই গ্রেড ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতিবছর মূল মজুরি ৫% হারে বাড়লে ২০২৩ সালে এসে নতুন প্রস্তাবিত গ্রেড পাঁচে ন্যূনতম মোট মজুরি টাকা হওয়ার কথা ৯৬৯৯.১৩ টাকা। নতুন প্রস্তাবিত মজুরি কাঠামো অনুযায়ী এই গ্রেডে সর্বমোট মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে ১২৫০০ টাকা। অর্থাৎ, এই গ্রেডে ৫৬ শতাংশ মজুরি বাড়ানো হয়েছে বলা হলেও, তা প্রকৃত বিচারে বেড়েছে মাত্র ২৮.৮৮%। গ্রেড

চারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবছর মূল মজুরি ৫% হারে বাড়লে ২০২৩ সালে এসে ন্যূনতম মোট মজুরি টাকা হওয়ার কথা ১০২০৮.৩৬ টাকা এবং প্রস্তাবিত মোট মজুরি ১৩০২৫ টাকা। ফলে এই গ্রেডে প্রকৃত বৃদ্ধির হার মাত্র ২৭.৫৯%। একইভাবে গ্রেড তিন, দুই ও এক এর ক্ষেত্রে মোট মজুরি বৃদ্ধির হার যথাক্রমে মাত্র ২৫.৫৮%, ২৫.৩৫% এবং ২৫.৯৩ %। (দেখুন চিত্র-২)।

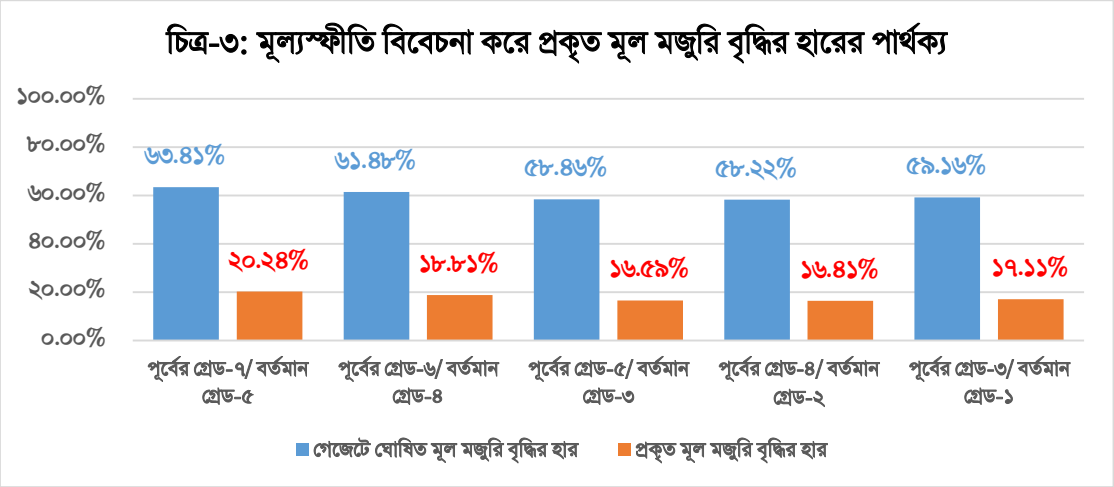

২০১৮-১৯ সাল থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুলাই-মে পর্যন্ত) গড় মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে, পোশাক শ্রমিকদের ঘোষিত মূল মজুরি বৃদ্ধির হার আরো কমে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ এ গড় মূল্যস্ফীতি ছিলো ৫.৪৮। একইভাবে, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২০২২ এর গড় মূল্যস্ফীতি ছিলো যথাক্রমে ৫.৬৫, ৫.৫৬ এবং ৬.১৫। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে গড় মূল্যস্ফীতি ছিলো ৮.৮৪। ফলে, মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করা হলে নতুন প্রস্তাবিত পঞ্চম গ্রেডে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মূল মজুরি হওয়ার কথা ৫৫৭২.২৬ টাকা। এই গ্রেডে নতুন প্রস্তাবিত মূল মজুরি ৬৭০০ টাকা। অর্থাৎ, মূল মজুরি ৬৩% বাড়ানো হচ্ছে বলা হলেও তা মূলত বাড়ছে ২০.২৪%। একইভাবে গ্রেড চার, তিন, দুই ও এক- এ মূল মজুরি বৃদ্ধির প্রকৃত হার দাঁড়ায় ১৮.৮১%, ১৬.৫৯%, ১৬.৪১% এবং ১৭.১১% (চিত্র-৩)।

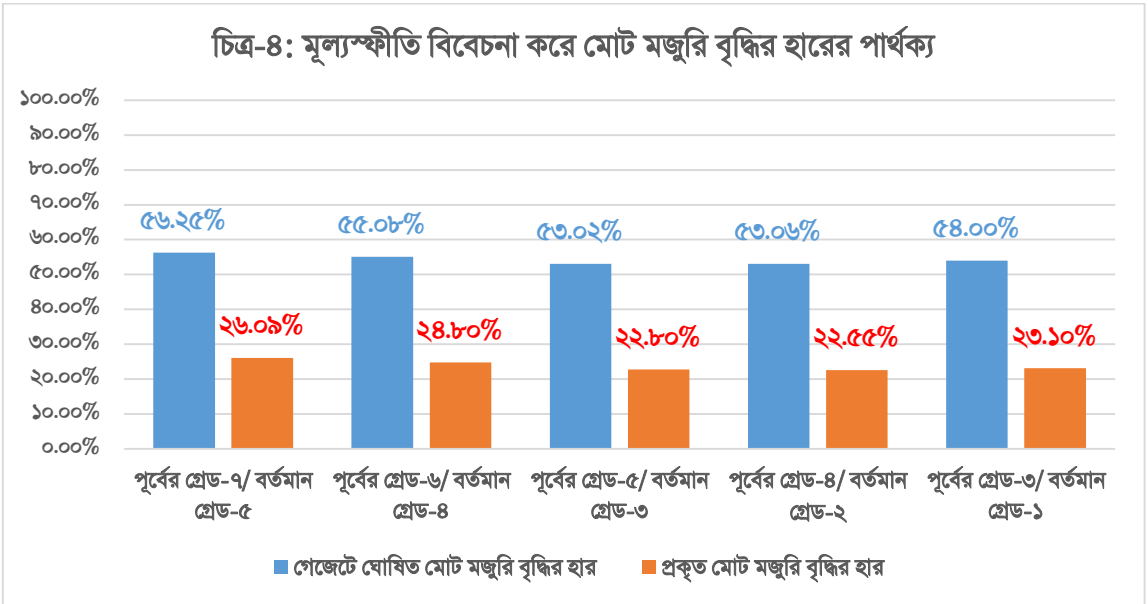

সর্বমোট মজুরির ক্ষেত্রে বছরের গড় মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করলে দেখা যায়, ২০২৩ সালে নতুন প্রস্তাবিত গ্রেড পাঁচের একজন শ্রমিকের ৯৯১৩.৫০ টাকা পাওয়ার কথা। সর্বমোট মজুরি এই গ্রেডে ৫৬% বাড়িয়ে ১২৫০০ টাকা করা হয়েছে বলা হলেও, মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে সর্বমোট মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ২৬.০৯%। মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় গ্রেড চার, তিন, দুই ও এক- এ প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২৪.৮০%, ২২.৮০%, ২২.৫৫% এবং ২৩.১০%।সুতরাং পোশাকশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫২-৫৬% বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হলেও তা প্রকৃত বিচারে বেড়েছে তার মাত্র অর্ধেক বা তার কম।

আবার, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মূল মজুরি সর্বমোট মজুরির ৬০ শতাংশ ধরা হলেও, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত মজুরিকাঠামো অনুযায়ী তা ৫৩ থেকে ৫৬ শতাংশ ধরা হয়েছে। ফলে বছর প্রতি ৫% মূল মজুরি বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হলেও, সামনের দিনে তুলনামূলক কম মজুরি বাড়বে শ্রমিকদের। যা এই মজুরিকাঠামোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক রপ্তানির এই বাজারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক হলেও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় সবচে কম মজুরি দিয়ে আসছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী আমাদের শ্রমিকরা মাসে মাত্র ১১১ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ মজুরি পাবেন।তাতেও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাককর্মীরা সবচেয়ে কম মজুরিই পাবেন।এমন পরিস্থিতির মাঝেও মালিকপক্ষ খাতের সামর্থ্যরে বিষয়ে খোঁড়া যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেখানে গত ১৯ মাসে টাকার বিপরীতে ডলারের (প্রতি ডলার ১১২ টাকা হিসেবে) দর বেড়েছে ৩০ শতাংশ প্রায়। যার পুরো সুবিধা মালিকদের পকেটে ঢুকেছে। এর বাইরে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা সুবিধা ও সমর্থন তো রয়েছেই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, দেশের সাধারণ মজুরিকাঠামো, জীবনযাপনের ব্যয় এবং এ সংক্রান্ত পরিবর্তন, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবিদের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক বিবেচ্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং উচ্চ কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়সমূহ মাথায় রাখার কথা বলা হয়েছে। নতুন মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়সমূহের কোনগুলো কী আকারে বিবেচনা করা হয়েছে- তা পরিষ্কার নয়। বরং শ্রমিকের নূন্যতম জীবনমান ও প্রয়োজন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে জীবনযাপন ব্যয় ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ মোটেই গুরুত্ব পায়নি বলেই (উপরে উল্লিখিত হিসেব অনুযায়ী) প্রতীয়মান হচ্ছে।

এমন বাস্তবতায় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে মানসম্মত মজুরি প্রদানের জন্য মজুরিকাঠামো সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে, উল্লিখিত মানদন্ডসমূহের আলোকে শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও দাবি এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য টিআইবি বিশেষভাবে সুপারিশ করছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭) ধানমণ্ডি, ঢাকা - ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; https://www.facebook.com/TIBangladesh